বড় শহরে বসবাসকারী কিছু ‘ছোট লোক’ ও কিছু ছোট ঘটনা!

কর্ণফূলী প্রতিবেদন

সিডনী মহানগরের পশ্চিম শেষপ্রান্তে অবস্থিত ক্যাম্বেলটাউন-মিন্টো দুটি বাঙালী পাড়া ঘিরে গত কয়েক বছরে নানা উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি সংগঠন গড়ে উঠেছে। বিশেষ শ্রেনীর কিছু বাংলাদেশী এ সকল ‘সামাজিক কর্মে’(!) নিজেদেরকে ন্যাস্ত করে ব্যাস্ত থাকেন। ‘*নিজ ঘরের খবর নাই, সমাজসেবা করে যাই*’। এ শ্রেণীর বাংলাদেশীরা স্বস্বার্থে আঘাত লাগলে, এমনকি অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও দল ভেঙ্গে বেরিয়ে আরেকটি দল তৈরী করে থাকে। নুতন সংগঠন সৃষ্ঠির জন্যে আশে পাশে দু-চার জন হলেই ব্যাস্, সাথে বৌ, বাচ্চা ও কয়েকজন আত্নীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নাম ঢুকিয়েই সংগঠনের সাইনবোর্ড খাড়া করে দেয়। তারপর একটি মেলা অথবা পুজো আয়োজন অথবা নিজ স্ত্রী, বান্ধবী ও বোন, ভাগ্নির হাতে কিছু পায়েস ও পিঠা বানিয়ে বছরে একটি ‘পিঠা উৎসব’ এবং গরু-খেকো হতভাগা মুসলমানদের জন্যে একটি কোরবানীর আয়োজন করেই ওরা সংগঠনের ষোল কলা পূর্ন করে থাকে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওদের নবগঠিত সংগঠনটির পেট ভারী হয় এবং ধীরে ধীরে প্রসব বেদনা শুরু হতে থাকে। তারপর ‘মা সংগঠন’ থেকে বেরিয়ে আরেকটি ‘শিশু সংগঠন’ ভুমিষ্ঠ হয়। ‘শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুরেই অন্তরে’ বিদ্রোহী কবি নজরুলের ‘শিশু যাদুকর’ কবিতাটিকে স্বার্থক করে ওরা বিদ্রোহ করে ফীবছর একের পর এক সংগঠন জম্ম দিয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশে অশিক্ষিত ও রিক্সাওয়ালা শ্রেনীর জনগন যেমন কোন জন্মনিয়ন্ত্রন মানে না, ঠিক এখানেও ঐ গোত্রভুক্ত ব্যক্তিরাই সংগঠনের জন্মনিয়ন্ত্রন মানেনা। সিডনীর প্রত্যেকটি বাংলাদেশী সংগঠনের একি হাল, ব্যতিক্রম কেউ নেই। সব কিছুর মুলে ব্যক্তিস্বার্থ। ‘স্বার্থে পড়ে আজ আপনার পায়ের তালু চেটে পরিষ্কার করবেতো, কাল ঠিকই আপনার মাথার তালু চেটে আপনাকে কেশ-হারা করে দেবে’ বল্লেন ভুক্তভোগী একজন প্রবাসী সুজন। যার ফলে মানি-সম্মানী, চৌকষ এবং দক্ষ ও কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ঘুনাক্ষরেও এসকল নিষিদ্ধ এলাকায় পা বাড়ান না। পথ ভুলে হয়তবা কেউ এসে পড়ে অথবা পায়ে সেধে যে দু’ একজনকে নাম লিখিয়ে যা-ও সংগঠনে একবার ঢুকিয়েছে, তারাও বেশীদিন সেখানে টিকতে পারেনা। কারণ সতীর সাথে ঘর করা যায় কিন্তু গণিকার সাথে নয়। সংগঠনের ভেতরে ঢুকেই ঐ শিক্ষিত ও সম্মানী ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে এ ‘নিষিদ্ধ এলাকা’টি তাদের জন্যে নয়। কিন্তু ততক্ষনে বেশ দেরী হয়ে যায়। সংগঠিত এই গণিকাদের কাছে ‘মানি-ব্যাগ’ হারানো মানি ব্যক্তিরা শেষাব্দি লুঙ্গি বা ধুতি বন্ধক দিয়ে অবশেষে ‘গণিকার কোঠা’ থেকে দিগম্বর হয়ে বেরীয়ে উদ্ধার পায়।

এর মাঝে গণিকার দালালের (Pimp) মত একশ্রেনীর বাংলাদেশী নষ্ট ও ভ্রষ্ট কিছু লোক আছে যারা বিবাদে লিপ্ত উভয় পক্ষের মাঝে ‘তাল’ দিয়ে পরিস্থিতি আরো ঘোলা করে। কোন একটি সংগঠন প্রসব বেদনায় যখন মুমুর্ষ কাতর ঠিক তখন এরা ‘অবতার’ আখ্যা দিয়ে বাইর থেকে ধাত্রী নামের নিরীহ নুতন কিছু খরিদ্দার ধরে আনে। এ দালালরা রাতে এক পক্ষের তো দিনে অন্যপক্ষের। মুলত এরা কারো নয়, আজ দবীরের কোলে তো কাল দবীরের শত্রুর কোলেই ওরা নিজের কাপড়টি খুলে গিয়ে বসে পড়ে। এরা বহুরূপী, এরা কে কখন কাকে কোন গণিকার কাছে নিয়ে যায় তা কেউ জানে না। সিডনীতে প্রতিটি বাংলাদেশী সংগঠনে এমন উদাহরণ অহরহ। যেমন ধরুন, যে মাসুদ কিছুদিন আগেও নজরুলের জম্ম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল এবং তার বিধবা জননীর সতীত্ব নিয়ে জন সমক্ষে প্রশ্ন তুলেছিল, দুদিন পরেই সেই জুটিকে দেখা গেল মুহাব্বতের সাথে একে অপরের ঠোঁঠ চুষছে। বারবণিতার দালাল আর কাকে বলে!

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী (শাহীন) একজন প্রতিষ্ঠিত 'এক্সক্লুসীভ গার্মেন্টস' ব্যাবসায়ী, প্রায় তিন দশক ধরে সিডনীতে বাস। 'সমাজ সেবা'র মত নোংরামী থেকে অতি যতনে শাহীন তার ইজ্জত বাঁচিয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন, কিন্তু শেষাব্দি আর পারেনি। ক্যাম্বেলটাউনের 'বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামক সংগঠনটি আন্তঃকলহের কারণে সোয়া বছর আগে যখন প্রসব বেদনায় শুয়ে কাতরাচ্ছিল ঠিক তখন কয়েকজন 'দাগী' তাকে ঐ সংগঠনের ধাত্রী হিসেবে হাতে পায়ে ধরে ঐ রাস্তায় নিয়ে আসে। শাহীনের এ ভুমিকায় তার শুভাকাঙ্খীরা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। বল্‌লো 'কীভাবে সে ওখানে গেল!! আর গেলেও বেশীদিন টিকবে না।' হয়েছেও তাই। চলতি বছরের মেলা, একটি কমিউনিটি হলের তত্বাবধান এবং সাংগঠনিক আরো কয়েকটি বিষয়ের হিসেব নিকেশ নিয়ে সংগঠনটির আবার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে যায়। যা হয়েছিল নিকট অতীতে এবং ফলশ্রুতীতে উক্ত সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি আনিসুর রহমান বের হয়ে ইসমাইল মিয়া সহ একই এলাকায় 'বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ 'আনিস আউট, শাহীন ইন'। কিন্তু শাহীনকে আউট করা এত সহজ নয়, সংগঠনটিকে ধুয়ে মুছে যথা সাধ্য পবিত্র করে তারপর সে নিজেই সেচ্ছায় বের হবে, বলেছে অনেকে। ধনুক ভাঙ্গা পণ করে শাহীন এখনো সংগঠনটির হাল শক্ত হাতে ধরে আছে। তাকে সহযোগীতা করছেন ক্যাম্বেলটাউন অঞ্চলের কয়েকজন সুজন। ইতিমধ্যে সাংগঠনিক 'দায়বদ্ধতা'র যাঁতাকলে পড়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফারুক স্বইচ্ছায় বিদেয় হলো। তার দাখিলকৃত 'পদত্যাগ পত্র'টি সভাপতি শাহিন হাসিমুখে গ্রহন করে এবং ইকবালকে সকল সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে গত সপ্তাহ অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ছোট গল্পের মত 'শেষ হইয়াও হইলনা শেষ' এর মত অবস্থা হয়েছে এখন। ইকবাল ফারুক সংগঠন থেকে বের হয়ে তার প্রাক্তন পদবী ব্যাবহার করে হঠাৎ সংগঠনটির বাৎসরিক সাধারন সভা ও কার্যকরী পরিষদ গঠনের জন্যে নির্বাচন আহ্বান করে বসে। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় গত সপ্তাহের কোন এক রাতে ইকবাল এতদ উদ্দেশ্যে পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে তার বাড়ীতে বৈঠক করে। উক্ত বৈঠকে তাদের প্রতিদ্বন্দী সংগঠনের সভাপতি ইসমাইল মিয়া এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ক্যাম্বেলটাউনের বহুল পরিচিত সৈয়দ নজরুলও উপস্থিত ছিল। কিছুদিন আগে 'লোকমেলা' নামে স্বার্থক একটি মেলা উদযাপন করে ইসমাইল-আনীস জুটি বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু সে সুখ কপালে বেশীদিন সইল না। ইকবালের সাথে সখ্যতা এবং আরো কয়েকটি অজানা বিষয়ে আনিস এখন তার সভাপতি ইসমাইলের উপর বেশ মনক্ষুন্ন এবং সৈয়দ নজরুলের ভুমিকায় বড় সন্দিহান। অর্থাৎ আরো একটি নুতন সংগঠন ক্যাম্বেলটাউনে তৈরী হওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলে হাওয়া বলছে। তবে কোন সংগঠনের পেট থেকে এবার নুতন সংগঠনটি পয়দায়েশ হবে তা এখনো পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ বলছে দুই সংগঠন থেকেই এবার কয়েকজন বের হয়ে নুতন সংগঠনটি তৈরী হবে। ভাঙ্গা গড়ার এ খেলা চলছে এবং চলবেই। সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা ও সততা না থাকলে এমনটি বার বার হবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে একটি টোকা মারুন, এখানে আরেকটি টোকা মারুন এবং শেষবারের মত এখানে টোকা মারুন।

ইস্তফা প্রদানকারী ইকবাল ফারুকের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে শুধুমাত্র একটা টোকা মারুন।